বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০২১

মুজিব বর্ষে জ্বালানি খাত, সমৃদ্ধিতে এগিয়ে যাক

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২৫ শ্রাবণ ১৪২৮
০৯ আগস্ট ২০২১

বাণী

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সাশ্রয়ী ও সচেতন করে তুলতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের উর্ধ্বগতি নিশ্চিতে করতে হলে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির যোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিষয়টি অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ভিত্তির সূচনা করেন।

বাংলাদেশের শিল্প-কারখানার অন্যতম প্রধান জ্বালানি- প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের অবাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সরবরাহের সমন্বয় থাকা আবশ্যক। এর প্রেক্ষিতে সরকার দেশের স্থলভাগে ও সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন ও বিতরণের নানাবিধ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। একইসঙ্গে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি ও প্রক্রিয়াকরণ করে দেশের জ্বালানি চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি বেসিকভাবে দেশের মজুদকৃত জ্বালানি ব্যবহারে সরকারের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানির অন্যতম উৎস, তবে তা অফুরন্ত নয়। তাই অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা খুবই প্রয়োজন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান জোরদার প্রচেষ্টা চালাবে- এ প্রত্যাশা করছি।

'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১' উদযাপন সফল হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কোলাশীলা ও বাখরাবাদ-এ পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র বিদেশি কোম্পানি হতে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করেন। এ প্রেক্ষাপটে ৯ আগস্ট বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের জন্য একটি অবিস্মরণীয় দিন। স্বাধীনতার পর দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার-গবেষণা, প্রাকৃতিক গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক বিস্তৃতকরণ ও শক্তিশালীকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ খাতে বিপুল বিনিয়োগ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, জ্বালানি সাশ্রয়ী ব্যবহার ও সংরক্ষণ, জ্বালানি নিরাপত্তা বিধান ও জ্বালানি সম্পদ কূটনীতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা পূরণে গ্যাস উত্তোলন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ কয়লার মজুদ নির্ধারণ, আহরিত জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বিশাল সমুদ্র এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক গণ ও তেল অনুসন্ধান এবং উপোদন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং গ্যাস ও কয়লা ভিত্তিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সুসংহত রূপদানের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার ও জ্বালানির অপচয় রোধ করে সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আমি 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

শেখ হাসিনা

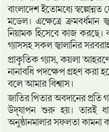

বেগম ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি
সভাপতি
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ৫টি গ্যাসক্ষেত্র রিটিশ তেল কোম্পানি "শেল অয়েল" এর নিকট হতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেওয়ার দূরদর্শি সিদ্ধান্তের ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অর্থনৈতিক সুদৃঢ় হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ, পানি, শিল্প, বাণিজ্যিক, কাপড়ের পাগুলিন, সিমেন্ট, চা বাগান এবং আবাসিক প্রেণিতে প্রায় ৪৬ লক্ষ গ্রাহকের নিকট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিবহিত শিল্পায়ণে (যেমন : তেল, ইস্পাতের, বিসিক ইত্যাদি) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। মানবিক প্রয়োজনের বিপরীতে গ্যাসের অপচয় রোধে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ অফশোর অঞ্চলে গ্যাস উত্তোলন ও উপোদন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বিশাল সমুদ্র এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক গণ ও তেল অনুসন্ধান এবং উপোদন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং গ্যাস ও কয়লা ভিত্তিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সুসংহত রূপদানের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার ও জ্বালানির অপচয় রোধ করে সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

জ্বালানি নিরাপত্তায় পেট্রোবাংলার ভূমিকা

এ বি এম আবদুল ফাত্তাহ
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), পেট্রোবাংলা

এবারও আমরা উদযাপন করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতার সর্বর্ণজয়ন্তী। জ্বালিনারের পর জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে জাতির পিতার দেখানো অভিযাত্রীর ও দূরদর্শী কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন, তন্মধ্যে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম। স্বাধীনতার মাত্র সড়ে তিন বছরের মধ্যেই বিদুৎ ও জ্বালানির জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, বঙ্গোপসাগরে গ্যাস আবিষ্কার এবং একটি বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র অধিগ্রহণ করা ছিল তাঁর পরিকল্পনার অন্য, যা দীর্ঘকাল থেকেই তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল এর নিকট থেকে তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কোলাশীলা ও বাখরাবাদ-এ ৫টি গ্যাসক্ষেত্র মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয় করার জন্য অনুমোদিত হন। এটি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটি মাইলফলক। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানির উৎপাদন হিসেবে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো অনাবধি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো হতে মোট সরবরাহের এক-তৃতীয়াংশ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

ট্রান্সিয়ত এটি গ্যাসক্ষেত্রের Gas Initially in Place (GIIP) মজুদ ছিল ২৩.৭৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তন্মধ্যে সে সময়ে সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী এটি গ্যাসক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ছিল ১৪.৪৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার বর্তমান সঞ্চিত গ্যাস বিক্রয়মূল্য মোট প্রায় ৪,২৪,৩৯৩ কোটি টাকা। ৪৬ বছর যাপন সরবরাহের পর বর্তমানে এ টি গ্যাস ক্ষেত্রে ৫.৫৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ প্রায় ১,৫২,৭১৮ কোটি টাকা মূল্যের গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। দেশের জ্বালানি উৎস হিসেবে এ গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম ও প্রজ্ঞা প্রতিফলিত হয়। জাতির পিতার উদ্ভাবন জাতরাত্র পর অসংখ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হচ্ছে ৯ আগস্ট হতে ৫ দিবসটিকে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি খাতের ভূমিকা এবং জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় উন্নয়নের মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ। 'রপ্তানিকারি' বৃদ্ধি' বলে একদিন যে দেশকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, সে দেশ বিশ্ববাসীর কাছে এখন 'উন্নয়ন-বিস্ময়'। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রা এখন নিশ্বের রোল মডেল। সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসম্পাদনের ফলে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবন মান্নত মান উন্নয়নের সাথে জ্বালানির চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার দেশীয় জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ব্যয়সহ ও উপোদন এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী সৃষ্টিকারী ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জনস্বাস্থ্য ও জনজীবন নানা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন, নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি ও কয়লার উপোদন একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অতিত অভ্যর্থনে ও বর্তমানে অর্থনৈতিক কূটনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন বিশেষায়িত কোম্পানিসমূহ নিরলসভাবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার উল্লেখযোগ্য গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন নিম্নরূপ:

সাইসমিক সার্ভে : জ্বালানিকে নতুন গ্যাস মজুদ অনুসন্ধানে কারিগরী সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমান এর ষিমাইক (ভি৬) ও ডিমাইক (৩ডি) সাইসমিক সার্ভে টিমকে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। ডিসেম্বর, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ সময়ে ভূকম্পন্নের ওপর ভিত্তি করে বাপেক্স নতুন নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কারের মাধ্যমে তাদের সাফল্যের প্রমাণ রেখেছে। এছাড়া, একই সময়ে আইওসিডেলো সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

অনুসন্ধান কূপ : নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে দেশে মোট ১৯টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। এর ফলে গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২০০৯ সালের ২৩টি হতে বর্তমানে ২৭টিতে উন্নীত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫টি (সিতাকুন্ড-১, সিতাকুন্ড-২, সিতাকুন্ড-৩, সিতাকুন্ড-৪ এবং সিতাকুন্ড-৫) কূপ খনন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি কূপে বাপেক্স কর্তৃক মজুদ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ২০২১ সালের মধ্যে অনুমোদিত ৪১টি (প্রসেপেই মাল্টিডেভিস সাপেক্ষে) অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা আছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপোদন ও সরবরাহ : ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপোদন ছিল দৈনিক ৭,৪৯৬ মিলিয়ন ঘনফুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের নাছিয়ারার হাথেরের পর তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে দৈনিক উৎপোদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২,২০০ মিলিয়ন ঘনফুট উত্তোলন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে ৫টি হতে ৪,৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। পুরাতন বন্ধ কূপ ওয়ার্কওভার (সংস্কার), নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননের কর্মসূচি জোরদার ও দ্রুত বাস্তবায়ন এবং ১টি গ্যাসক্ষেত্র (সাঙ্গু এবং ফেনী) বন্ধ ও কোন কোন গ্যাসক্ষেত্রের বিদ্যমান কূপে উৎপোদন হ্রাস পাওয়ার কারণে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত এলএনজিসহ গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির সম্ভাবিত পরিমাণ ১,২০৬ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধিপেয়ে। বর্তমানে ৮টি প্রাইভেট কোম্পানি, যথা - বিকন, সনা, সিকো, শিজ, ভাবিলিয়ন, কাপাডিয়া পাগুলিন, সিমেন্ট, চা বাগান এবং আবাসিক শ্রেণিতে প্রায় ৪৬ লক্ষ গ্রাহকের নিকট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিবহিত শিল্পায়ণে (যেমন : তেল, ইস্পাতের, বিসিক ইত্যাদি) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। মানবিক প্রয়োজনের বিপরীতে গ্যাসের অপচয় রোধে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ অফশোর অঞ্চলে গ্যাস উত্তোলন ও উপোদন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বিশাল সমুদ্র এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক গণ ও তেল অনুসন্ধান এবং উপোদন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে।

এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ ও আমদানি : গ্যাসের চাহিদা নিরাশবে লক্ষ্যে কয়লাভাত্তের মধ্যেশাশ্রীতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ধারণক্ষমতার ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে। এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি (গ্যাস) সরবরাহ শুরু হয়েছে। দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট অফশোর অঞ্চল থেকে আসছে FSRU হতে ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ বাণিজ্যিকভাবে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে। রি-ট্রু-ডি ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি টার্মিনালের চুক্তির আওতায় কাতার এবং ওমান থেকে এলএনজি আনা হচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে Land Based LNG Terminal নির্মাণের বিষয়টি "লিপ্যাড ও জ্বালানির জন্য সরবরাহ গৃহীত বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩" এর আওতায় সম্পাদনের সরকার অনুমোদন প্রদান করেছে। তদ্রেক্ষেত্রে, Feasibility Study ও Terminal Developer Selection এর জন্য কাতারের চুক্তিপত্র করা হয়েছে। এছাড়া, ২০৪১ সাল পর্যন্ত গ্যাসের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে আরও এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা আহরণের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান জোরদার প্রচেষ্টা চালাবে- এ প্রত্যাশা করছি।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতার অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ২০২০ সাল হতে ৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদযাপন করা হয়। তাই ধারাবাহিকতায় "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২১" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

বেগম ওয়াসিকা আয়শা খান, এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৫ শ্রাবণ ১৪২৮
০৯ আগস্ট ২০২১

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বৃটিশ তেল কোম্পানি 'শেল' হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন করেন যা স্বাধীন বাংলাদেশে জ্বালানি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance 1975-এর মাধ্যমে জ্বালানি নিশ্চিতকরণে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং সরবরাহ ও বিতরণে এনেছে আধুনিকতা। বর্তমানে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ১৩.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা দিয়ে ৪০-৪৫ দিন দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানো সম্ভব। মজুদ ক্ষমতা ক্রমবয়ে ৬০ দিনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয়সহ দ্রুত সময়ে গভীর সমুদ্রে মাদার ভেসেল থেকে মূরিং-এর মাধ্যমে প্রধান স্থাপনা ও ইন্টেন্ট ডিফারেন্সিয়াল লিমিটেড (ERL)-এ জ্বালানি তেল আনলোডিং এর জন্য Single Point Mooring with Double Pipeline (SPM) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশের জ্বালানি তেলের পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইস্টারএল (ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড) ইউনিট-২ স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি তেল পরিবহনে ঢাকা-চট্টগ্রাম পাইপলাইন এবং বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়মূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশে গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে এলএনজি আমদানি করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা পূরণে গ্যাস উত্তোলন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ কয়লার মজুদ নির্ধারণ, আহরিত জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং এ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বিশাল সমুদ্র এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক গণ ও তেল অনুসন্ধান এবং উপোদন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি, গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং গ্যাস ও কয়লা ভিত্তিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সুসংহত রূপদানের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার ও জ্বালানির অপচয় রোধ করে সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আমি 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

শেখ হাসিনা

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৫ শ্রাবণ ১৪২৮
০৯ আগস্ট ২০২১

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট শেল ওয়েল থেকে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করা হয়। The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance 1975-এর মাধ্যমে জ্বালানি তেল মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একই সাথে বাংলাদেশের যে কোন ভূমির মই।সোনালের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পদ সমুদ্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা, পেট্রোলিয়াম এক্টি, সমুদ্র আইন, পেট্রোলিয়াম এক্টি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশকে জ্বালানি নিরাপত্তার কার্যকরি ভিত্তি স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনন্দেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার গ্যাস উপোদন বৃদ্ধি, পেট্রোল উপোদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা আর্জন, কয়লা উপোদন, কয়লা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহার, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি, বি-পাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক সম্পর্কের আওতায় ও আন্তর্জিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মানবান জ্বালানি চাহিদা ও যোগান এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। বৈশ্বিক মহামারি করোনার প্রভাব জ্বালানি খাতে পড়েনি লক্ষণেই চলে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে। শিল্পে দিনরাত্রিব্যাপী তেল-গ্যাস বা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাচ্ছে।

বাপেক্স গ্যাস/তেল অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রমের পাশাপাশি সাদল নদী, শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সেমুতাং, বোরাগাঙ্গ, গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১১৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উপোদন করছে। বাপেক্স কর্তৃক আবিষ্কৃত ৩ সকল গ্যাসক্ষেত্রের ১৬ টিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে। সিংগেল পকেটে মূরিং, ইস্টারএল ইউনিট-২, এলএনজি টার্মিনাল